বছরে ৭ হাজার ৮০ কোটি টাকা ঘুষ আদায়

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশে সাতটি সেবা খাতের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তারা দুর্নীতির মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘুষ হিসাবে বছরে ৭ হাজার ৮০ কোটি টাকা আদায় করে থাকে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশে দুর্নীতিবিষয়ক এক জরিপের বরাত দিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এ তথ্য প্রকাশ করেছে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও জার্মানিতে একযোগে এই জরিপ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসাবে পুলিশ ও বিচার বিভাগ (নিম্ন আদালত) রয়েছে শীর্ষে। এর পরপরই রয়েছে ভূমি প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুত ও কর বিভাগ।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের স্থানীয় চ্যাপ্টারগুলো একটি অভিন্ন প্রশ্নপত্রের আলোকে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সেবা প্রদানকারী খাতের ওপর পরিবারভিত্তিক (খানা) এই জরিপ পরিচালনা করে। পাঁচটি দেশে পরিচালিত এই জরিপে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশ বিষয়ক রিপোর্টে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আলাদা আলাদা ন্যায়পাল নিয়োগ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টির জন্য ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট বাতিল, দুর্নীতি মামলার বিচারের জন্য পৃথক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক সংস্কারের সুপারিশ করা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে প্রকৃত রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে। শুধুমাত্র মৌখিক ঘোষণায় সীমাবদ্ধ না থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

জরিপে দেখা যায়, প্রায় সকল ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সরাসরি ঘুষ দাবি করে। তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমেও ঘুষ দাবি করা হয়। খুব কমসংখ্যক ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী নিজেই ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব করে।

দুর্নীতির কারণ হিসাবে সর্বাধিকসংখ্যক উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন জবাবদিহিতার অভাবের কথা। এ ছাড়া রয়েছে সেবা প্রদানকারীর একচ্ছত্র ক্ষমতা, ঐচ্ছিক ক্ষমতা, স্বচ্ছতার অভাব, প্রভাবশালীদের প্রভাব, লালফিতার দৌরাত্ম্য ইত্যাদি।

পুলিশের বছরে ২০৬৬ কোটি টাকা ঘুষ আদায়

পুলিশের কাছে যারা সহায়তা লাভের জন্য যায়, তাদের প্রায় ৮২ ভাগ দুর্নীতির শিকার হন। ভুয়া গ্রেফতার থেকে রেহাই পাওয়া, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়া, অভিযোগ দাখিল, অভিযুক্ত হিসাবে থানায় যাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের দুর্নীতির শিকার হতে হয়। যাঁরা দুর্নীতির শিকার হয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে পুলিশের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বছরে প্রায় ২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা ঘুষ হিসাবে আদায় করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, থানায় অভিযোগ দাখিলের জন্য গড়ে দুই হাজার টাকা, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পেতে গড়ে ১ হাজার ৭শ' টাকা, জিডি করতে গিয়ে গড়ে ৪৫৮ টাকা, আসামী গ্রেফতার করার জন্য গড়ে ১৮ হাজার টাকা, মিথ্যা গ্রেফতার এড়ানোর জন্য ১৮ হাজার ৮০০ টাকা, মামলার আসামী গ্রেফতারের জন্য গড়ে ৮ হাজার টাকা, মিথ্যা গ্রেফতার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গড়ে ১২ হাজার টাকা এবং অন্যান্য পুলিশী সহায়তা দেয়ার জন্য গড়ে ৭ হাজার টাকা করে ঘুষ দিতে হয়েছে।

নিম্ন আদালতে ৭৫ ভাগ মানুষ দুর্নীতির শিকার

বিচার বিভাগের নিম্ন আদালতে দুর্নীতির মাধ্যমে বছরে ১ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা লেনদেন হয়। বিচার সংক্রান্ত কাজে যাঁরা নিম্ন আদালতে যান তাঁদের ৭৫ ভাগেরও বেশি দুর্নীতির শিকার হন। যাঁরা অভিযোগ দাখিলের জন্য যান তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ এবং যাঁরা আসামী হিসাবে মামলায় জড়িয়ে পড়েন তাঁদের প্রায় ৮০ ভাগ দুর্নীতির শিকার হন। যাঁরা দুর্নীতির শিকার হয়েছেন তাঁদের ৬৬ ভাগ কোর্টের কর্মচারী দ্বারা, ১৩ ভাগ পিপি দ্বারা, ১০ ভাগ বিপক্ষের উকিল দ্বারা এবং ৮ দশমিক ৬২ ভাগ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা দুর্নীতির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন।

৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রী দুর্নীতির শিকার

শিক্ষা বিভাগে ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রী দুর্নীতির শিকার হয়। এই খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বছরে লেনদেন হয় ৯২০ কোটি টাকা। শিক্ষা খাতে যে উপায়ে দুর্নীতি হয়, তার মধ্যে রয়েছে ভর্তির বিকল্প প্রক্রিয়া, অনিয়মতান্ত্রিক চাঁদা, বৃত্তির টাকা কম দেয়া, বিভিন্ন পরীক্ষার অতিরিক্ত ফী আদায়, সার্টিফিকেট নেয়ার জন্য অতিরিক্ত টাকা আদায় এবং (ইতোপূর্বে সংঘটিত) শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর দুর্নীতি ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির লেনদেন ১২৫০ কোটি টাকা

স্বাস্থ্য খাতের সরকারী হাসপাতালগুলোয় দুর্নীতির কারণে লেনদেন হয় ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। এসব হাসপাতালে ৪৮ ভাগ রোগী ভর্তি হয় 'বিকল্প প্রক্রিয়ায়'–টাকা দিয়ে, প্রভাবশালী আত্মীয় ও হাসপাতালের স্টাফের মাধ্যমে। এসব হাসপাতালের ইনডোরে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ৮০ ভাগ এবং আউটডোরে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ৪৫ ভাগ দুর্নীতির শিকার হয়। যেসব উপায়ে হাসপাতালগুলোয় দুর্নীতি হয় তার মধ্যে রয়েছে হাসপাতালে বেড দেয়া, নির্ধারিত ওষুধ ও রক্ত দেয়া, প্যাথলজিক্যাল টেস্ট ও এক্সরে করতে অতিরিক্ত খরচ, ডাক্তারের পরামর্শে নির্ধারিত প্যাথলজি সেন্টার থেকে টেস্ট করানো, ডাক্তারের পরামর্শে নির্ধারিত দোকান থেকে ওষধ কেনা ইত্যাদি।

বিদ্যুত বিভাগে দুর্নীতির হরেক উপায়

বিদ্যুত বিভাগে সেবা খাতে দুর্নীতির কারণে বছরে লেনদেন হয় ১৮২ কোটি টাকা। এ খাতে সেবার জন্য বিদ্যুত বিভাগে গিয়েছেন এমন গ্রাহকদের ৩২ ভাগ দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। যেসব উপায়ে দুর্নীতি হয় সেগুলো হলো, বিকল্প প্রক্রিয়ায় বিদ্যুত সংযোগ দেয়া, নিয়মিত যথাযথ বিদ্যুত সরবরাহ পাওয়া, মাসিক বিদ্যুত বিল কম দেখানো, অতিরিক্ত বিল সংশোধন করানো, বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করার জন্য টাকা নেয়া ইত্যাদি।

ভূমি বিভাগে দুর্নীতির আয় ১৫১৫ কোটি টাকা

ভূমি প্রশাসনে সেবা লাভের জন্য যাঁরা যান, তাঁদের প্রায় ৭৩ ভাগ দুর্নীতির শিকার হন। দুর্নীতির শিকার ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভূমি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতির মাধ্যমে বছরে ১ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা আদায় করে থাকে। যেসব উপায়ে বা যে সময় এ টাকা আদায় করা হয় তার মধ্যে রয়েছে জমি ক্রয়-বিক্রয়, জমি মিউটেশন, খাস জমি ইজারা, মৌসুমী ভূমি জরিপ, ভূমি কর প্রদান, স্ট্যাম্প কেনা, জমির সীমানা নির্ধারণ, সার্টিফিকেট উত্তোলন ইত্যাদি।

০.৪৯ ভাগ পরিবার আয়কর দেয়

কর বিভাগ সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের তথ্য উপস্থাপন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, জরিপের আওতাধীন পরিবারগুলোর মধ্যে মাত্র ৪ দশমিক ২৬ ভাগ কর দেয়। মাত্র ৪ ভাগ পরিবার হোল্ডিং কর দেয়। মাত্র শূন্য দশমিক ৪৯ ভাগ এক বছরের মধ্যে আয়কর দিয়েছে।

কৃষি ঋণ পেতে ৬৭ ভাগ দরখাস্তকারীকে ঘুষ দিতে হয়

কৃষি ঋণ পাবার ক্ষেত্রে ৬৭ দশমিক ৪ ভাগ দরখাস্তকারীকে ঘুষ দিতে হয়েছে। কৃষি ঋণ তুলতে তাঁদেরকে গড়ে ১ হাজার ৪২০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। যত টাকা ঋণ তোলা হয়, তার ৬ দশমিক ৫৯ ভাগ টাকা ঘুষ হিসাবে দিয়ে দিতে হয়েছে। অন্যান্য ব্যয়সহ ঋণ তুলতে ব্যয় হয় ঋণের পরিমাণের ৮ দশমিক ২৬ ভাগ। কাকে ঘুষ দিয়েছেন, এ প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতাদের প্রায় ৬৬ ভাগ ব্যাংক ম্যানেজার-কর্মকর্তাকে এবং অন্যরা দালাল ও ব্যাংক কর্মচারীদের ঘুষ দেয়ার কথা বলেছেন।

গবেষণা জরিপের সারসংক্ষেপের শুরুতে 'বাংলাদেশে দুর্নীতি রোধের প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর' উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দুর্নীতি দমন প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রতিটি সরকার প্রতিটি বাজেটে ব্যাপক অর্থ বরাদ্দ করে। বরাদ্দকৃত এই অর্থের বিরাট অংশই বিদেশী সাহায্য ও অনুদান থেকে প্রাপ্ত। কিন্তু এই বরাদ্দের ৭৫ ভাগ লুটপাট হয়, যার ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্বব্যাংকের 'কান্ট্রি প্রকিউরমেন্ট এ্যাসেসমেন্ট' সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'সরকারী অফিসে ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না। ঘুষ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেন এটা বেতনের অংশ হয়ে গেছে। দুর্নীতির ব্যাপারে এখন আর কারও রাখঢাক নেই।